রাশিয়া বিশ্বকাপ ২০১৮

সার্বিয়া ম্যাচে নতুন পরিকল্পনা ব্রাজিল কোচ সহ ফুটবলারদের

মস্কো, ২৬ জুন: প্রথম ম্যাচে সুইজারল্যান্ডের কাছে ড্র, দ্বিতীয় ম্যাচের ইনজুরি টাইমে জোড়া গোল করে পরের রাউন্ডে যাওয়ার আশা জিইয়ে রেখেছে ব্রাজিল। সার্বিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচের চব্বিশ ঘন্টা আগেই চমক ব্রাজিল অনুশীলনে। সেন্টার ফরোয়ার্ড পজিশনে খেলতে দেখা গেল নেইমার দ্য সিলভা স্যান্টোসকে। বিশ্বকাপের প্রথম দু'ম্যাচে ৪-২-৩-১ ছকে দল সাজিয়েছিলেন তিতে। ফরোয়ার্ডে একা ছিলেন গ্যাব্রিয়েল জেসুস। মাঝমাঠে ফিলিপ কুটিনহো ও উইলিয়ানের সঙ্গে ছিলেন নেইমার। বুধবার মস্কোর স্পার্টার্ক স্টেডিয়ামে সার্বিয়ার বিরুদ্ধেই কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতে পারে। নেইমারকে দেখা যেতে পারে ফরোয়ার্ড পজিশনে। সার্বিয়ার বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচের আগে হঠাৎ অনুশীলনে পরিবর্তন করতে দেখা গেছে। অনুশীলনে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন জেসুসের বদলে শুরু থেকে রবের্তো ফিরমিনহোকে খেলানোর। লিভারপুল ম্যানেজার জুর্গেন ক্লপ ফিরমিনহোকে বাঁ-প্রান্ত দিয়ে খেলান। ফুটবল পন্ডিতদের মতে, তিতেও চান ব্রাজিলের হয়েও বাঁ প্রান্ত দিয়ে আক্রমণে উঠুন ফিরমিনহো। কারণ তাতে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়বে। দ্বিতীয়ত, পিছনে ফিরনিমহো ও কুটিনহো থাকলে ছন্দে ফেরা নেইমার গোল করার জন্য বল অনেক বেশি পাবেন। কেউ কেউ আবার মনে করছেন, চোটের কারণে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন ডগলাস কোস্তা ও দানিলো। এই কারণেই নেইমারের জায়গা বদলের ভাবনা কোচ তিতের। ব্রাজিল কোচ অবশ্য সার্বিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে উইলিয়ানকে খেলানোর পক্ষে ছিলেন না। চেলসির হয়ে গত মরশুমে দুরন্ত ছন্দে ছিলেন তিনি। অথচ বিশ্বকাপে জাতীয় দলের হয়ে নজর কাড়তে ব্যর্থ। তাই সার্বিয়ার বিরুদ্ধে উইলিয়ানকে ছাড়াই প্রথম একাদশ গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু ডগলাস কোস্তা চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়ায় উইলিয়ানকে প্রথম দল থেকে বাদ দেওয়ার ভাবনা আপাতত স্থগিত রেখেছেন ব্রাজিল কোচ। তিতের সহকারীরা চেষ্টা করছেন, সার্বিয়া ম্যাচের আগে চেলসি তারকাকে উদ্বুদ্ধ করতে। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যমের দাবি, কোচিং দলের এক সদস্য জানিয়েছেন, উইলিয়ান কেন খেলতে পারছেন না, সেটা তাদের কাছেও রহস্য। তিনি বলেছেন, উইলিয়ান দারুণ ফুটবলার। কিন্তু এই বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত ওকে সেরা ছন্দে পাওয়া যায়নি। আমরা চেষ্টা করছি। সার্বিয়ার বিরুদ্ধেই হয়তো স্বমহিমায় দেখা যাবে গোল। ডিফেন্ডারদের পারফরম্যান্সে তিতে খুশি। রক্ষণের অন্যতম ভরসা পাগেনার লেমোসের তিন সতীর্থ থিয়াগো সিলভা, জোয়াও মিরান্দা ও মার্সেলো ভিয়েরো খেলেন ইউরোপে। একমাত্র পাগেনারই খেলেন ব্রাজিলের কোরিন্থিয়াসে। যদিও ইউরোপে না খেলা নিয়ে কোনও আক্ষেপ নেই ব্রাজিল ডিফেন্ডারদের। তিনি বলেছেন, ইউরোপের ক্লাবে খেলছি না বলে আমি একেবারেই চিন্তিত নই। মাঠে নেমে আমার লক্ষ্য থাকে প্রতিপক্ষকে গোল করতে না দেওয়া। তিনি যোগ করেছেন, সব সময় আমার লক্ষ্য থাকে নিজেকে উন্নত করা। তাই মাঠে নেমে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা করি। নিজেকে প্রমাণ করেই জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছি। কোস্টারিকার বিরুদ্ধে কেঁদে ফেলেছিলেন নেইমার। যা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। কেউ কেউ অবশ্য বিদ্রুপও করেন নেইমারের কান্না নিয়ে। পাগেনার বলেছেন, নেইমারের মনের অবস্থা আমার চেয়ে ভাল কেউ বুঝবে না। দল নির্বাচনের সপ্তাহ দু'য়েক আগে চোট পেয়েছিলেন। ব্রাজিলের হয়ে আমার বিশ্বকাপ খেলা নিয়েই সংশয় তৈরি হয়েছিল। নেইমারেরও একই অবস্থা ছিল। এই ধরনের পরিস্থিতিতে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। নেইমারের জায়গায় থাকলে আমি পারতাম না।

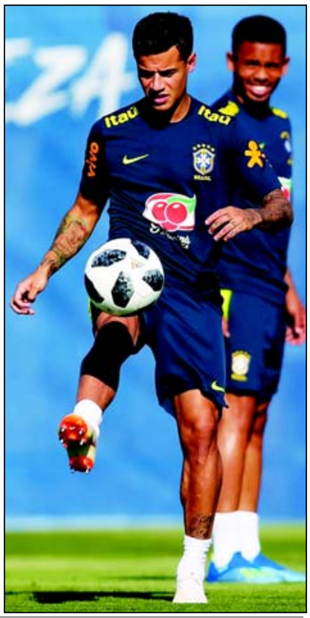

জাপানের বুদ্ধির প্রশংসায় সেনেগাল

রাশিয়া, ২৬ জুন : রাশিয়া বিশ্বকাপে গ্রুপ 'এইচ'-এর দল জাপান ও সেনেগালের ম্যাচটি হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ২-২ গোলে ড্র হয়। এই ড্রয়ের জন্য জাপানের ফুটবলারদের প্রশংসা করেছেন সেনেগালের ফুটবলাররা। গ্রুপের প্রথম ম্যাচে কলম্বিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে চমক দেখায় এশিয়ার দেশ জাপান। ফলে নীল সামুরাইদের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে বেশ চাপে ছিল সেনেগাল। মাঠের খেলাতেও যার প্রভাব দেখা যায়। ম্যাচে দুবার এগিয়ে গিয়েও জাপানের বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র করে মাঠ ছাড়ে আফ্রিকার দেশ সেনেগাল। পয়েন্ট ভাগাভাগি হওয়ার ম্যাচে মন জয় করে নেয় জাপানিজরাই। পরে সেনেগালের ফুটবলাররা এশিয়ার প্রতিনিধিদের বুদ্ধির প্রশংসা করনে। সেনেগালের মিডফিল্ডার আলফ্রেড এনদিয়ে বলেছেন,'আমরা যখন ওদের খেলার জায়গা করে দিচ্ছিলাম, তখনই আমাদের জন্য সময়টা কঠিন হয়ে উঠেছিল। জাপান খুব টেকনিক্যাল টিম, তাছাড়া ওদের খেলার মানও অনেক ভাল।' নিজেদের খেলার সমালোচনা করেছেন এই মিডফিল্ডার। তিনি বলেন, 'পোল্যাএন্ডর বিপক্ষে আমরা যেভাবে খেলেছিলাম, জাপানের বিরুদ্ধে সেরকম ভাল খেলতে পারিনি। তবে জাপানিজদের প্রশংসা করতেই হবে, ওরা মাঠে অনেক পরিশ্রম করেছে। এটা সত্যিই একটা অসাধারণ ম্যাচ ছিল।' গ্রুপ 'এইচ' থেকে এখনও কোনও দলই শেষ ষোলোয় নিশ্চিত নয়। শুধু বিদায় নিশ্চিত হয়েছে পোল্যান্ডের। ১ টি জয় ও ১ টি ড্র নিয়ে সর্বোচ্চ ৪ পয়েন্ট জাপান ও সেনেগালের। ৩ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে কলম্বিয়া। আগামী বৃহস্পতিবার গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে সেনেগাল-কলম্বিয়া ও জাপান-পোল্যান্ড।

শাস্ত্রীর কাছ থেকে পাঠ নিলেন অর্জুন

লন্ডন, ২৬ জুন: ইংল্যান্ডে টিম ইন্ডিয়ার সঙ্গী শচীনের ছেলে অর্জুন তেন্ডুলকর। সোমবার লন্ডনে বিরাট-ধোনিদের সঙ্গে অনুশীলন করতে দেখা গেল অর্জুনকে।

টিম ইন্ডিয়ার হেডস্যার রবি শাস্ত্রীর কাছে পাঠ নিলেন শচীনপুত্র। আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরের জন্য শনিবারই দেশ ছেড়েছে বিরাটবাহিনী। আয়ারল্যান্ডে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম অনুশীলনে দেখা গেল অর্জুনকে। তবে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে অর্জুনের অনুশীলন করা এই প্রথম নয়। অতীতেও টিম ইন্ডিয়ার নেটে বল হাতে দেখা গেছে শচীনপুত্রকে। গত বছর ওয়াংখেড়েতে টিম ইন্ডিয়ার নেটেও অনুশীলন করতে দেখা যায় তাকে। শুধু টিম ইন্ডিয়ার নেট প্র্যাকটিসেই নয়, লর্ডসে ইংল্যান্ড টিমের নেটেও হাত ঘুরিয়েছিল অর্জুন। জুলাইতে ভারত এ দলের সঙ্গে শ্রীলঙ্কা সফরে যাবেন অর্জুন। প্রথমবার ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলে সুযোগ পেয়েছেন তিনি। ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই দেশে ফিরে বেঙ্গালুরু জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ডব্লিউভি রমনে ও সনৎ কুমারের তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করবেন শচীন। গত এপ্রিল মাসে ধরমশালায় ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সঙ্গে এক মাসের ক্যাম্পে ছিলেন অর্জুন।

আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজের প্রস্তুতি ভারতের

ডাবলিন, ২৬ জুন : ইংল্যান্ডের মাঠে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে আসল পরীক্ষা দিতে হবে। পরের বছর ক্রিকেট বিশ্বকাপ ইংল্যান্ডে। ফলে এই সিরিজ যে ভারতীয় ক্রিকেট দলের কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে তা বলাই যায়। কিন্তু, ইংল্যান্ডের নামার আগে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে দু'ম্যাচের টি-২০ সিরিজ খেলতে হবে বিরাটবাহিনীকে। আজ সেই সিরিজ শুরু হবে। তবে ভারতীয় ক্রিকেট দল আয়ারল্যান্ডকে নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে নারাজ। তারা এই সিরিজটাকে ইংল্যান্ড সফরের প্রস্তুতি হিসাবেই দেখছে। গত শনিবারই আয়ারল্যান্ডে এসে পোঁছেছে ভারতীয় দল। মার্চেন্টস টেলর স্কুলের মাঠে অনুশীলনও করেছে তারা। ভারতের অধিনায়ক বিরাট কোহলি ও লোকেশ রাহুলকে পাশাপাশি নেটে ব্যাট করতে দেখা যায়। এছাড়া ওপেনার শিখর ধাওয়ান ও রোহিত শর্মাও অনুশীলন সারেন। দলের পেস বিভাগকে নেতৃত্ব দিয়েছেন উমেশ যাদব ও ভুবনেশ্বর কুমার। এছাড়া সঙ্গে ছিলেন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। অনুশীলনের শেষে তাঁরা বেশ কিছু ছবিও তোলেন। যে ছবি পরে বিরাট কোহলি, দীনেশ কার্তিক, সুরেশ রায়না প্রমুখরা নিজেদের ট্যুইটারে আপলোড করবেন। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে আজ ও শুত্রবার টি-২০ ম্যাচ দুটি খেলবে ভারত। এরপর ৩ জুলাই টি-২০ সিরিজ দিয়ে ভারতের ইংল্যান্ড সফর শুরু হবে। এখন দেখার ইংল্যান্ড সফর শুরু করার আগে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে ভারত কেমন পারফরম্যান্স করতে পারে।

কোর্টের দ্বারস্থ মোহনবাগান

স্টাফ রিপোর্টার: শনিবারের বার্ষিক সাধারণ সভাকে ঘিরে মোহনবাগানে এখনও চলছে দু'পক্ষের মধ্যে চাপানউতোর। তারই মাঝে শীঘ্রই নির্বাচন চেয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন মহেশ টেকরিওয়াল। ২০০৫-এর নির্বাচনকে অনেকে মোহনবাগানের ঐতিহাসিক নির্বাচন বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। টাউন হলে সেই নির্বাচন হয়েছিল তিন স্পেশাল অফিসারের দ্বারা। এরা হলেন, জয়ন্ত মিত্র, শ্যামাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ও রবিলাল মৈত্র। নির্বাচন হয়েছিল সুষ্ঠুভাবেই। এবারও হাই কোর্টের স্পেশাল অফিসার চাইলেন মহেশ। এছাড়া মহেশ জানিয়েছেন, যাতে তাকে কমিটিতে আনছেন সচিব অঞ্জন মিত্র। যা সম্পূর্ণ বেআইনী। পরে মহেশ বলেছেন, সাধারণ বার্ষিক সভাকে ঘিরে যদিএভাবে গন্ডগোল দেখা দেয় তাহলে নির্বাচনকে ঘিরে বড় সমস্যা তৈরি হবেই। আদালতকে অনুরোধ করছি, আপনাদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে নির্বাচন হোক। সাধারণ সভাকে কেন্দ্র করে গত শনিবার ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল মোহনবাগান তাঁবুতে। সচিব অঞ্জন মিত্র গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তোপ দাগেন সৃঞ্জয় বোস, সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়। লিখিতভাবে স্বপনসাধন বোসক্লাবের সভাপতি থাকলেও কেন তাকে সভাপতি হিসাবে মেনে নিচ্ছেন না সচিব, প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। তবে সদস্যদের চাপের মুখে শেষমেশ টুটু বোসকে সভাপতি মেনে নিয়েই বার্ষিক সাধারণ সভা শুরু হয়। সেই সভাতেই ওঠে নির্বাচনের প্রসঙ্গ। যদিও নির্বাচনের কোনও দিনক্ষণ ঠিক হয়নি।

বিশ্বকাপে এবার অ্যাকিলিসই ভরসা প্রায় সব দলের। তাঁর ভবিষ্যৎবাণী বলে দেয় কোন দল টুর্নামেন্টে জয় পাবে। নাইজেরিয়া-আর্জেন্টিনা ম্যাচের আগে অ্যাকিলিস মুখ ফিরিয়েছেন মেসিদের দিক থেকে।

ফর্মে রয়েছেন মায়াঙ্ক আগরওয়াল

রাশিয়া, ২৬ জুন : চলতি ইংল্যান্ড সফরে ভারতের 'এ' দলের হয়ে দুরন্ত পারফরম্যান্স করে চলেছেন মায়াঙ্ক আগরওয়াল। ইংল্যান্ড 'এ' দলের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচে তিনটি শতরান করে ফেললেন তিনি। এদিন মায়াঙ্কের ব্যাট থেকে আলে ১০৪ বলে ১১২ রানের দুরন্ত একটি ইনিংস। তাঁর এই ইনিংসটি সাজানো ছিল ১০ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভারবাউন্ডারির সাহায্যে। এর আগে ইংল্যান্ড 'এ' দলের বিরুদ্ধে ১৫১ রান কনে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ 'এ' দলের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যাট থেকে আসে ১১২ রানে গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস।

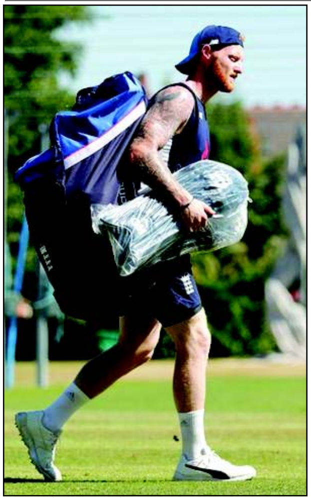

ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টি-২০ ম্যাচে নামার আগে ইংল্যান্ডের বড় ভরসা বেন স্টোকসের অনুশীলন।

রাশিয়া বিশ্বকাপ শুরু হতে না হতেই কিছুটা আড়ালে কলকাতা ময়দান

স্টাফ রিপোর্টার: চার বছরের প্রতীক্ষার অবসান কাটিয়ে শুরু হয়েছে বিশ্বকাপ ২০১৮। সারা বিশ্বব্যাপী বিশ্বকাপের নেশায় বুঁদ হয়ে রয়েছে। ফুটবলার কিংবা ফুটবল বিশেষজ্ঞ হলে তো কথাই নেই। কিন্তু যারা ফুটবলের বিন্দুমাত্রও কিছু বোঝে না তারাও ব্রাজিল কিংবা আর্জেন্টিনার ম্যাচ খুলে বসে পড়ে টিভির সামনে। হয়তো তারা একটা বল আর গোল এই দুটো শব্দ ছাড়া কোনওভাবেই এই খেলাটার সঙ্গে পরিচিত নয়। তবুও এই একমাস কোনও একটি দলে নিজেদের নাম লেখাতে বদ্ধপরিকর। এতো গেল বিশ্ববাসীর কথা। কিন্তু এই চিত্রই যখন কলকাতা তথা বাঙালির রোজনামচায় এসে পড়ে তখন সম্পূর্ণ ছবিটাই আরও দশগুণ বেশি এগিয়ে যায়। ফুটবল বিশেষজ্ঞরা মেতে থাকে খুঁটিনাটি বিশ্লেষণে, ফুটবলার, কোচ, রেফারিরা মজে থাকেন ম্যাচের কাটা ছেঁড়ায়, আর সাধারণ মানুষরা টিভির দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন কোন দেশ জিতল সেই আশায়। এই একটা মাস কলকাতা ময়দানের চিত্রটাও একটু অন্যরকম থাকে। সকালের দিকটায় ময়দানটা যেন একটু ফাঁকাই পড়ে থাকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় চোখে পড়ে। আবার সন্ধে হতে না হতেই এরকমই থাকবে। কিন্তু নিজেদেরকে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে পারছে না। তবুও সবার কপালেই চিন্তার ভাঁজ। কবে ভারত খেলবে কিংবা আদৌ খেলতে পারবে কি না।

যখন বিশ্বকাপ নিয়ে মাতোয়ারা গোটা বিশ্ব, দেশ, কলকাতা তথাপি ময়দান। তখন কলকাতায় শুরু হল কলকাতা ফুটবল লিগ। ময়দানের বিভিন্ন মাঠে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে পঞ্চম থেকে দ্বিতীয় ডিভিশনের ম্যাচ। অন্যদিকে, অনুশীলনেও নেমে পড়েছে ময়দানের তিন প্রধান। সঙ্গে বাকি ক্লাবগুলোও। এতোদূর পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু এরপরের চিত্রটাই নিয়ে একটু ভাবনা চিন্তা করি।

বিশ্বকাপ চলছে। তারই মাঝে শুরু হয়েছে কলকাতা লিগ। অনুশীলনও জোড় কদমে চলছে। কিন্তু কলকাতার ফুটবলাররা বিশ্বকাপ দেখছেন বলে সকালে আর মাঠে আসছেন না। অনুশীলনটা করছে। একপ্রকার সঙ্গে তারা নখদর্পণে রেখেছে বিশ্বকাপকে। এটাই স্বাভাবিক। তবে সত্যিই কি স্বাভাবিক! চিত্রটা যদি একটু উল্টো করে ভাবি তবে কি সত্যি এতোটা সাধারণভাবে মেনে নেওয়া যাবে বিষয়টাকে। শুধু কলকাতা নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা ফুটবলকে সঙ্গে করে বড় হয়, বেঁচে থাকে। কিন্তু একবারও ভাবতে দেখা যায় না কাউকে কেন খেলতে পারছে না? কোথায় সমস্যা? সিস্টেমে নাকি প্লেয়ারদের ফিটনেসে সেকথা কোনও বিশেষজ্ঞকেই ভাবতে দেখা যায় না। হয়তো কোনও ম্যাচের শেষে কমেন্ট্রি বক্সে বসে অথবা কোনও সংবাদ মিডিয়ার সামনে বসে। এর বাইরে আদৌ কেউ কখনও চিন্তা ভাবনা করে কি না সে নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

বিশ্ব ফুটবলের দরবারে নিজেদেরকে তুলে ধরার জন্যই ভারত আয়োজন করেছিল ২০১৭ অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ। সেখানেও গ্রুপের লড়াইতে ছিটকে গিয়েছিল ভারত। সেখানেও জাঁকজমকই সার। সাড়ম্বরটা শুধুই ছিল রাজপথে, স্টেডিয়ামে আলোর রোসনাইতে। কিন্তু বিশ্বকাপের শেষে কেউ আর খেয়ালই রাখেননি ভারতের সেই ১১ জন ফুটবলারের কি হল? কি বা হল রিজার্ভ বেঞ্চে থাকা প্লেয়ারগুলোর, গোলকিপার এখন কোন টিমের গোলরক্ষকের ভূমিকায় কে বা জানে। তাহলে কি ভারতের সবটাই অন্যদের সামনে প্রদর্শন করার জন্য। সবটাই সাজানো। তাহলে এই দেশে এতো ছেলে ফুটবল খেলার জন্য ছোটেই বা কেন, তবুও তো ভারত অলিম্পিক অবধি পৌঁছাতে পেরেছে সঙ্গে নিয়েও আসতে পারে দু-চারটে মেডেল। তাহলে ফুটবল কেন এতো ব্রাত্য। যেখানে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে এতো এগোচ্ছে, সেই দেশের অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়ে সবাইকে চমকে দিয়েছে, সেই দেশ আজও এতো পেছনে পড়ে থাকে কি করে? তাহলে কি ফুটবলারও ছোট থেকে ফুটবলের পেছনে দৌড়ায় অন্য কিছুর নেশায়, একটা সরকারি চাকরি আর জীবনে একবার হলেও বড় ক্লাবে নাম লেখানো। ব্যাস সব স্বপ্ন পূরণ। সত্যিই তাই! এরকম হাজারো প্রশ্ন উঠে আসবে আবার সেগুলো নিভেও যাবে। তবুও মানুষ আশায় আশায় দিনগুনবে কবে ভারত আসবে ফিফা বিশ্বকাপে। তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন-আদৌ কি কখনও আসবে? সে প্রশ্ন আপনার, সবার, সারা দেশবাসীর।

প্রকাশক পার্থ কুণ্ডু কর্তৃক পি-১১, সি. আই. টি. রোড, স্কিম - এল ভি, কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ৮১ নীলগঞ্জ রোড, কলকাতা-৭০০ ১০৯ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● কার্যনির্বাহী সম্পাদক : দেবাংশু চক্রবর্তী ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা